দর্শনায় প্রতিনিয়ত মাইকিং এর শব্দে জন-জীবন অতিষ্ট

দর্শনা পৌরসভা শহর ও গ্রাম গুলো প্রতিনিয়ত মাইকিং এর শব্দে জন-জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত নানা ধরণের পণ্য বিক্রী, স্কুলে ভর্তি, ডাক্তার বসার চেম্বর, ওয়াজ মাহফিল, দোকানের বিজ্ঞপ্তিসহ নানা ধরণের মাইকিং চলতে থাকে।

সকাল হলেই, ডাক্তার বসার চেম্বর, কিন্ডার গার্ডেন মাদ্রাসা, স্কুলে ভর্তি, বিভিন্ন পণ্যে বিক্রী বিশেষ করে, মাছ বিক্রী, বিচালী বিক্রী, মহিষের মাংস বিক্রী, বৈদ্যুাতিক বাল্ব বিক্রী, প্লাষ্টিক পন্য বিক্রী, ওয়াজ মাহফিল, হারানো বিজ্ঞপ্তি, ভাংড়ি ক্রয়, দাদী ও নানীর হাতের পুরানো কাঁথা ক্রয়, কাঁচা তরিতরকারী বিক্রীসহ নানা রকম পণ্যে, ডিম বিক্রী, হাঁসের বাচ্ছ বিক্রী, আলু পটল বা সবাজি বিক্রী,ল্যাপ তোষক বিক্রী ও বিজ্ঞতির মাইকিং চলতে থাকে শহর জুড়ে।

ফলে জন-সাধারণ বিশেষ আসুস্থ্য রোগি, শিশু ও বৃদ্ধ মানুষ প্রচন্ড অস্থিরতার মধ্যে দিন পার করছে। এছাড়া পথ চলতি মানুষ চরম শব্দ দুষনে অস্বস্থিতায় ভুগছে। ফলে পৌরবাসী প্রসাশনের নিকট দাবী করে অতি সত্তর এ শব্দ দুষন থেকে যাতে রক্ষা পায় তার সুব্যস্থা করে স্থতি দেয় এ প্রত্যাশা করেন।

শহরের ব্যবসায়ী শের আলী বলেন, মাইকিং শব্দে কান একেবারে ঝালা- পালা হয়ে গেলো, পরানপুর গ্রামের অসুস্থ্য কালু মিয়া বলেন, ভাই মাইকিং এর এত শব্দ আর সহ্য হচ্ছে না। এছাড়া দর্শনা শহরের ক্লিনিক গুলোতে রোগিরা মাইকিং এর শব্দে অস্থির হয়ে পড়ছে।

দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ সুলতান মাহমুদ মাইকিং বন্ধের বিষয় জানতে চাইলে উপজেলা নিবার্হী অফিসার যদি মোবাইল কোর্ট করে তাহলে আমরা তাকে সহায়তা করতে করবো। এছাড়া গভীর রাতে উচ্চস্বরে কেউ মিউজিং বা সাউন্ড বক্র বাজায় তাহলে আমরা পদক্ষেপ নিতে পারবো।

কোটচাঁদপুরে মাইকিং করে বিদ্যুৎ বিল আদায়

মটর সাইকেলের হাতলে ঝোলানো বিদ্যুৎ বিল আদায়ের সরঞ্জাম। পিছনে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বসা স্থানীয় এক সহযোগী। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিদ্যুৎ বিল আদায় লক্ষ্যে মাইকিং করে চলেছেন তারা। এ দৃশ্য দেখা যায় কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রামে। শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা নেয়া বললেন সাব- জোন অফিসের এজিএমকম শরিফুল ইসলাম।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর সাব- জোন অফিসের আওতায় ৩২ হাজার ৯ শ ৯৮ জন গ্রাহক রয়েছে। প্রতি মাসে অফিসটি বিক্রি করেন,১ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিদ্যুৎ। জুন মাসে বকেয়া বিল ছিল ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। আর বকেয়া বিল তুলতে ও লক্ষ্য মাত্রা পূরন করতে এ পথে হাটছেন অফিসটি।

জুন মাস পড়লে লক্ষ্য মাত্রা বেধে দেয়া হয় বকেয়া বিল আদায়ের। এরপর চলে বকেয়া বিল আদায়ের পরিকল্পনা। সে অনুযায়ী এ কাজ করা।

কোটচাঁদপুর সাব জোন অফিসের লাইন টেকনিশিয়ান খাইরুল আলম বলেন,বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। এতে করে গ্রাহকরা সজাগ হয়ে যান। তারা বিল দিতে চলে আসেন। এ পথে বিল আদায়ের পরিমান ও ভাল হচ্ছে।

তিনি বলেন, সকালে এসে এ গ্রামের একজন হ্যান্ড মাইক হাতে দিয়ে সারা গ্রাম মাইকিং করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিল নেয়ার স্থানের নাম। একটু পর থেকে বিল আদায় শুরু করা হবে। এদিকে বাড়িতে বসে বিল দিতে পারায় খুশি গ্রাহকরাও।

ইকড়া গ্রামের গ্রাহক জিয়াউল ইসলাম ও শাহিন আলম বলেন,ব্যাংকে বিল দিতে গেলে সময় অপচয়।এরপর বাড়তি খরচ হয়, লাইনে দাড়াতে হয়।

বাড়ি থেকে বিল দিতে পারায় এ ধরনের ঝামেলা নাই। আবার বাড়তি কোন খরচও হয় না। এমন ব্যবস্থা প্রতি মাসে হলে ভাল হত। তাহলে বিল বকেয়া পড়তো না। গ্রাহকরা সারা বছর ব্যবস্থা চালু করার দাবী ও

করেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় কোটচাঁদপুর সাব জোনাল অফিসের এজিএমকম শরিফুল ইসলাম বলেন,জুন মাস পড়লে একটা লক্ষ্য মাত্রা দেয়া হয়। আর সেটি পূরন করতে নেয়া হয় এ ব্যবস্থা। জুন মাস পড়ার উপজেলার সর্বত্র মাইকিং করা হয়।

এর যেদিন যে এলাকায় বিল আদায়ে যান,তারা সেদিন সেই এলাকায় হান্ড মাইকিং নিয়ে গিয়ে বলা হয় বিল দিয়ে যাওয়ার কথা।

এতে করে গ্রাহকরা সজাগ হন বিল দেয়ার ব্যাপারে। আর এভাবে বিল আদায়ে শতভাগ আদায় করাও সম্ভব হয়। অন্যদিকে গ্রাহকদের বিল দেয়ার বাড়তি চাপ থাকে না জুন মাসে। কারন অন্য সব মাসে সময় অপচয় করে ব্যাংকে যেতে হত,এ মাসে যাওয়া লাগে না।

তিনি বলেন, এ অফিসে যোগদানের পর থেকে আমি এ ব্যবস্থায় বিল আদায় করে থাকি জুন মাস পড়লে।এতে বিল শতভাগ আদায় ও হয়। বিল আদায়ে অন্য সব অফিসের তুলনায় আমি এগিয়ে রয়েছি।এ বছরও তাঁর ব্যতয় ঘটবে না বলে আশা করছি।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও এলাকায় মাইকিংয়ের মধ্যদিয়ে সপ্তাহ ব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও মৎস্য কমিটির সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার,কৃষিবিদ নজরুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক

নজরুল ইসলাম, কাজী মৃদুল,সুব্রত কুমার, মঈন উদ্দিন খান,ও আব্দুলা বাশার।

মংস্য কর্মকর্তা বলেন,প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। যা চলবে ২৩ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। এরমধ্যে প্রতিদিনই রয়েছে বিভিন্ন কর্মসুচি। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও মাইকিংয়ের মধ্যদিয় এ সপ্তাহের শুরু হয়েছে।